জাতীয় যুব পুরস্কার নীতিমালা (সংশোধিত)-২০২২

১.০ এ নীতিমালা জাতীয় যুব পুরস্কার নীতিমালা (সংশোধিত) ২০২২ নামে অভিহিত হবে।

২.০ **জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদানের পটভূমি:**

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সৃষ্টিলগ্ন হতে বেকার যুবদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রশিক্ষিত যুবরা স্বল্প পুঁজি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রকল্প গ্রহণ করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নিজেদের নিয়োজিত করছেন। প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে একদিকে নিজেরা যেমন স্বাবলম্বী হচ্ছেন তেমনি অন্যদিকে এক বা একাধিক যুব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেকারত্ব লাঘব করাসহ জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছেন। পাশাপাশি যুবসংগঠকগণ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে সম্পৃক্ত থেকে যুবকর্মের মাধ্যমে জনহিতকর ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অবদান রেখে যুবসমাজ ও যুবসংগঠনের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছেন। এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সরকার সারাদেশের সফল আত্মকর্মী এবং যুবসংগঠকদের মধ্য হতে শ্রেষ্ঠ কয়েকজনকে নীতিমালার আলোকে নির্বাচন করে প্রতিবছর জাতীয় যুবদিবসে পুরস্কার প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৩.০ **জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্য:**

৩.১ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় দেশব্যাপী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ সফল আত্মকর্মী যুবদের পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি প্রদান করা।

৩.২ প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মী হতে উদ্বুদ্ধ করা।

৩.৩ যুব আত্মকর্মীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

৩.৪ স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে যুব সংগঠনের মাধ্যমে সার্বিক যুব কার্যক্রম ও সমাজসেবামূলক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি প্রদান।

৩.৫ দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখার ক্ষেত্রে যুব গোষ্ঠীর মাঝে আগ্রহ-উদ্দীপনা ও প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা।

৩.৬ বেকারত্ব নিরসন, যুবদের মাঝে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি এবং দেশের উন্নয়ন স্রোতধারায় যুবদের সম্পৃক্তকরণে অনুপ্রাণিত করা।

৪.০ **সংজ্ঞা:**

৪.১ **যুব:** জাতীয় যুব নীতি অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছর বয়সী (যুবক ও যুবনারী) বাংলাদেশের নাগরিককে বুঝাবে।

৪.২ **প্রশিক্ষণ:** যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক সকল প্রশিক্ষণকে বুঝাবে।

৪.৩ **আত্মকর্মী:** জাতীয় যুবনীতি অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছর বয়সী যে কোনো যুবক অথবা যুবনারী যিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক/অপ্রাতিষ্ঠানিক কোনো ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্ব-অর্থায়নে অথবা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

৪.৪ **যুব সংগঠক:** যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত/স্বীকৃতি প্রদানকৃত যুব সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হিসেবে যিনি সার্বিক যুব কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে উল্লেখযোগ্য ও অনুকরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন এরূপ ২৫ থেকে ৫০ বছর বয়সী সক্ষম ব্যক্তিকে বুঝাবে।

৪.৫ **পুরস্কার:** বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় যুবদিবসের জন্য অনুমোদিত জাতীয় যুব পুরস্কার (চেক/প্রাইজবন্ড,ক্রেস্ট ও সনদপত্র) কে বুঝাবে।

৫.০ **পুরস্কারের অর্থের উৎস:** সরকারি মঞ্জুরি (বাংলাদেশ সরকারের তহবিল) অথবা অন্য কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

৬.০ **পুরস্কারের ধরণ ও প্রকৃতি:**

৬.১ অর্থের পরিমাণ: ৫০,০০০-১,০০,০০০/- টাকার মধ্যে (সরকার নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে)।

৬.২ চেক/প্রাইজবন্ড, ক্রেস্ট ও সনদপত্র।

৭.০ **পুরস্কারের সংখ্যা** – ৩১ টি

৭.১ **সফল আত্মকর্মী পুরস্কার-১৯ টি:**

জাতীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও তয় স্থান অধিকারীর জন্য- ০৩ টি- তন্মধ্যে ০১ (এক) জন হবেন নারী
প্রতি বিভাগ হতে- ০২ টি করে ১৬ টি তন্মধ্যে
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ০১ (এক) জন
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক ০১ (এক) জন
ট্রান্স জেন্ডার ০১ (এক) জন
মোট: ১৯ টি পুরস্কার।

৭.২ **যুব সংগঠক পুরস্কার-১২ টি:**

যুব সংগঠকদের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে ০২ টি তন্মধ্যে ০১ (এক)জন হবেন নারী
প্রতি বিভাগ হতে ০১ টি করে- ০৮ টি
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক কোটায়- ০১ টি
ট্রান্স জেন্ডার কোটায়- ০১ টি
মোট: ১২ টি পুরস্কার।

৮.০ **জাতীয় পুরস্কার কমিটি:**

৮.১	মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সভাপতি
৮.২	সচিব,যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.৩	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়(প্রতিনিধি যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	সদস্য
৮.৪	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়(প্রতিনিধি যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	সদস্য
৮.৫	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ,অর্থ মন্ত্রণালয় (প্রতিনিধি যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	সদস্য
৮.৬	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ,স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (প্রতিনিধি যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	সদস্য
৮.৭	সচিব,মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়(প্রতিনিধি যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	সদস্য
৮.৮	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (প্রতিনিধি যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	সদস্য
৮.৯	সচিব,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়(প্রতিনিধি যুগ্মসচিবের নীচে নয়)	সদস্য
৮.১০	মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৮.১১	মহাপরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	সদস্য
৮.১২	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	সদস্য
৮.১৩	মহাপরিচালক, বিকেএসপি	সদস্য
৮.১৪	সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন	সদস্য
৮.১৫	পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর	সদস্য
৮.১৬	যুবসংগঠনের দুইজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৮.১৭	যুগ্মসচিব(যুব-১), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১) জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রস্তাবের তথ্য ও উপাত্ত পর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্তভাবে প্রার্থী নির্বাচন করা।

২) কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত যেকোনো আবেদন জাতীয় কমিটি সম্পূর্ণরূপে পুনমূল্যায়ন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

৯.০	**কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটি:**	
৯.১	মহাপরিচালক,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,	সভাপতি
৯.২	উপ-সচিব(যুব), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.৩	কৃষি অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯.৪	তথ্য অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯.৫	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯.৬	মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯.৭	সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯.৮	মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯.৯	সমবায় অধিদপ্তরের পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯.১০	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর পরিচালক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯.১১	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৯.১২	পরিচালক(পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৯.১৩	পরিচালক (প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৯.১৪	পরিচালক(দা: বি: ও ঋণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৯.১৫	যুব সংগঠনের দুইজন উপযুক্ত প্রতিনিধি একজন পুরুষ ও একজন মহিলা (মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৯.১৬	পরিচালক (বাস্তবায়ন,মনিটরিং ও যুবসংগঠন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্যসচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১০.১ জেলা হতে প্রাপ্ত আবেদন ও অন্যান্য তথ্যাদি নীতিমালার আলোকে যাচাই-বাছাইপূর্বক সংযুক্ত ছক(পরিশিষ্ট-গ ও ঘ) অনুযায়ী মূল্যায়ণ করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে।

১০.২ প্রয়োজনে কমিটির সদস্য কর্তৃক আবেদনকৃত প্রার্থীদের প্রকল্পসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করা।

১০.৩ জেলা থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই বাছাই করে জাতীয় পুরস্কার কমিটির নিকট যুব পুরস্কারের প্রার্থী নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করা।

১০.৪ কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটি জাতীয় যুব পুরস্কারের জন্য জাতীয় যুব দিবসের ন্যূনতম ৩০দিন পূর্বে জাতীয় কমিটির নিকট পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

১০.৫ যাচাই বাছাই কাজে সহায়তা করার জন্য মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি উপকমিটি গঠন করতে পারবেন।

১০.৬ সফল আত্মকর্মী/যুব সংগঠককে পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটির সভাপতি-মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাদের গৃহীত প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এতদুদ্দেশ্যে মহাপরিচালক একাধিক কর্মকর্তাকে নিয়ে পরিদর্শন কমিটি গঠন করবেন। কমিটি প্রকল্প পরিদর্শন করে চূড়ান্ত মতামত দিবেন।

১০.৭ কমিটির বিবেচনায় এতদসংক্রান্ত অন্য কোনো সুপারিশ(যদি থাকে)

১১.০	**জেলা মনোনয়ন কমিটি:**	
(১)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(২)	উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(৩)	জেলা তথ্যকর্মকর্তা	সদস্য
(৪)	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
(৫)	জেলা মৎস্যকর্মকর্তা	সদস্য

(৬)	উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
(৭)	উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
(৮)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(৯)	জেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
(১০)	জেলা ক্রীড়া অফিসার	সদস্য
(১১)	উপপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(১২)	কো-অর্ডিনেটর/ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, যুব প্রশিক্ষণকেন্দ্র	সদস্য
(১৩)	যুবসংগঠনের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১৪)	জাতীয় যুব পুরস্কারপ্রাপ্ত/ সফল আত্মকর্মী ১ জন (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১৫)	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্যসচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

১১.১ আবেদনকৃত প্রার্থীর প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন করা এবং প্রস্তাবের সাথে প্রতিবেদন প্রেরণসহ প্রয়োজনীয় সিডি/ তথ্যচিত্র সরবরাহ।

১১.২ প্রার্থীর গৃহীত প্রকল্পের বিগত ০৩(তিন)বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা।

১১.৩ জেলা পর্যায় হতে সফল আত্মকর্মী নির্বাচনের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ নীতিমালা অনুসারে যাচাই-বাছাইপূর্বক পুরুষদের ক্ষেত্রে ০১ (এক) জন, নারীদের ক্ষেত্রে ০১ (এক) জন,বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক ক্ষেত্রে (যদি পাওয়া যায়) ০১ (এক) জন, ট্রান্স জেন্ডার ক্ষেত্রে (যদি পাওয়া যায়) ০১ (এক) জন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে (যদি পাওয়া যায়) ০১ (এক) জন সফল আত্মকর্মী প্রার্থীর প্রস্তাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটির সভাপতি বরাবর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ।

১১.৪ জেলা পর্যায় হতে শ্রেষ্ঠ যুবসংগঠক নির্বাচনের জন্য পুরুষদের ক্ষেত্রে ০১ (এক) জন, নারীদের ক্ষেত্রে ০১ (এক) জন, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক কোটায় (যদি পাওয়া যায়) ০১ (এক) জন, ট্রান্স জেন্ডার (যদি পাওয়া যায়) ০১ (এক) জন উপযুক্ত প্রার্থীর প্রস্তাব নীতিমালা অনুসারে যাচাই বাছাইপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটির সভাপতি বরাবর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ।

১১.৫ জেলা কমিটি কর্তৃক প্রধান কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের সময়সীমা ৩০ দিন।

১২.০ যুব পুরস্কার প্রদানে সফল আত্মকর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়:

১২.১ প্রকল্প গ্রহণকারীর অতীত ও বর্তমান:

প্রার্থীর পারিবারিক অবস্থা, শিক্ষাজীবন, বেকার জীবন, প্রশিক্ষণের বিষয় ও প্রশিক্ষণকাল ইত্যাদি বিস্তারিত পর্যালোচনা করে কীভাবে বেকার জীবন থেকে সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে বিষয় বিবেচনা করতে হবে। নিজের একক প্রচেষ্টায় সফল আত্মকর্মীকে প্রাধান্য দিতে হবে।

১২.২ প্রকল্প গ্রহণকারীর বয়স:

জাতীয় যুবনীতি অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছর বয়সী যুব যিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করেছেন। জাতীয় যুব পুরস্কার পাওয়ার জন্য সফল আত্মকর্মীর বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৫০ বছর পর্যন্ত বিবেচনা করা হবে।

১২.৩ জাতীয় পর্যায়ে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত পুরস্কার পাওয়াকে অতিরিক্ত যোগ্যতা বলে বিবেচনা করা হবে (প্রামাণক/ সনদপত্রের আলোকে)।

১২.৪ প্রকল্পের ধরণ:

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে, সে সকল ট্রেডের মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর গৃহীত প্রকল্প বিবেচনাযোগ্য হবে। তবে যে ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে সে ট্রেডে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকলে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে। একাধিক বিষয়ে সমন্বিত প্রকল্পও বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

১২.৫ প্রকল্পের মেয়াদ:

প্রশিক্ষণের পর গৃহীত প্রকল্পের মেয়াদ কমপক্ষে ০৩ (তিন) বছর হতে হবে।

১২.৬ **প্রকল্পের প্রাথমিক ও বর্তমান মূলধন:**
গৃহীত প্রকল্পের প্রাথমিক মূলধনের পরিমাণ ও এর উৎস এবং বর্তমান মূলধন পর্যালোচনা করতে হবে। প্রকল্প গ্রহণকারী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি/ বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকলে কিস্তি নিয়মিতভাবে পরিশোধের প্রমাণপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

১২.৭ **বার্ষিক নিট আয়:**
প্রকল্প গ্রহণের তারিখ হতে প্রার্থীর গৃহীত প্রকল্পের আয়-ব্যয়ের বিবরণীর ধারাবাহিক রেকর্ড থাকতে হবে। মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিয়ে বার্ষিক নিট আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। সর্বশেষ বছরে নীট আয় অন্যূন ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা হতে হবে। প্রকল্পের বিগত ০৩ (তিন) বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে (বিগত তিন বছরের ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ক্যাশবুক/ লেজারসহ/ আনুষাঙ্গিক কাগজপত্র)। তবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক, ট্রান্স জেন্ডার ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বার্ষিক নিট আয় কমপক্ষে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা হতে হবে।

১২.৮ **(ক) প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল:**
প্রকল্পে আত্মকর্মীর পরিবারের কতজন সদস্য কর্মরত আছেন এবং কতজন মজুরি ভিত্তিক কর্মরত আছেন তা বিবেচনা করতে হবে। পারিবারিক ও মজুরি ভিত্তিক জনবলের পৃথকভাবে বিবরণ দিতে হবে। পারিবারিক জনবলের ক্ষেত্রে আত্মকর্মীর সাথে সম্পর্ক এবং মজুরি ভিত্তিক জনবলের বিস্তারিত বিবরণ (নাম ও ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, প্রকল্পে যোগদানের তারিখ, মাসিক বেতন) উল্লেখ করতে হবে।

১২.৮ **(খ) আত্মকর্মী/উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে অবদান:**
প্রার্থীর অনুপ্রেরণায় কতজন আত্মকর্মী/উদ্যোক্তা হয়েছেন তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ (নাম ও ঠিকানা, প্রকল্প বা ব্যবসার অবস্থান, মোবাইল নম্বর, প্রকল্পের মাসিক/বাৎসরিক আয়) উল্লেখ করতে হবে।

১২.৯ **সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণকারীর অবদানের ক্ষেত্র:**
যুব নেতৃত্ব বিকাশে ভূমিকা, জীবন দক্ষতামূলক কার্যক্রম, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র উদ্ভাবন, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ, জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয় সরকারের সাথে আইন-শৃংখলা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, ধূমপান ও মাদকবিরোধী অভিযান, সন্ত্রাস ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, এসটিডি/এইডস, স্যানিটেশন, বায়োগ্যাস প্রকল্প, সৌরচুল্লি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রার্থীর ভূমিকা, এসিড নিক্ষেপ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও যৌতুকবিরোধী আন্দোলনে প্রার্থীর ভূমিকা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের এক বা একাধিক ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সনদপত্র বিবেচনায় আনা হবে।

১২.১০ জাতীয় যুব পুরস্কারের ক্ষেত্রে কেউ একবার পুরস্কারপ্রাপ্ত হলে একই ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয়বার তিনি পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।

১২.১১ জেলায় প্রাপ্ত আবেদনকারীদের মধ্যে সার্বিক বিবেচনায় সফল আত্মকর্মীর আবেদন বিবেচনায় আনতে হবে।

১২.১২ আবেদনকারীদের প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রার্থী নির্বাচন করতে হবে।

১২.১৩ জাতীয় যুব পুরস্কারের জন্য কোনো কোটায় প্রার্থী মনোনয়নের সুপারিশ করা হলে জেলা মনোনয়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণীতে কোটা উল্লেখ পূর্বক প্রস্তাবের সাথে কার্যবিবরণী সংযুক্ত করতে হবে।

১৩.০ **যুব পুরস্কার প্রদানে যুব সংগঠক নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়:**

১৩.১ যুব সংগঠকের বয়স ২৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

১৩.২ আবেদনকারী যুব সংগঠকের যুব সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭ (সাত) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক, ট্রান্স জেন্ডার কোটায় আবেদনকারীগণের ক্ষেত্রে যুব সংগঠন পরিচালনায় কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

১৩.৩ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ছাড়াও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ততা আছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে।

১৩.৪ আবেদনকারীর নিজ সংগঠনে কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা (২৫০ শব্দের মধ্যে বর্ণনা দিতে হবে)।

১৩.৫ যুব সংগঠক হিসেবে দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কী কী অবদান রেখেছেন তার তথ্য ও প্রমাণভিত্তিক বিবরণ:

যুব নেতৃত্ব বিকাশে ভূমিকা, জীবন দক্ষতামূলক কার্যক্রম, নিরক্ষরতা দুরীকরণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানে নতুন ক্ষেত্র উদ্ভাবন, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ, জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয় সরকারের সাথে আইন-শৃংখলা উন্নয়ন কর্মকান্ড, ধূমপান ও মাদকবিরোধী অভিযান, সন্ত্রাস ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, এসটিডি/এইডস, স্যানিটেশন, বায়োগ্যাস প্রকল্প সৌরচুল্লি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলায় অংশগ্রহণে প্রার্থীর ভূমিকা, এসিড নিক্ষেপ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও যৌতুকবিরোধী আন্দোলনে প্রার্থীর ভূমিকা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডসহ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে এক বা একাধিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান থাকতে হবে। সরকার বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত স্বীকৃতি।

১৩.৬ দেশীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার, নিজস্ব শ্রম ও মেধার প্রয়োগে নেতৃত্ব বিকাশকে অগ্রাধিকার দেয়া।

১৩.৭ জাতীয় যুব পুরস্কারের ক্ষেত্রে কেউ একবার পুরস্কার প্রাপ্ত হলে একই ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয়বার তিনি পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।

১৩.৮ জাতীয় যুব পুরস্কারের জন্য কোনো কোটায় প্রার্থী মনোনয়নের সুপারিশ করা হলে জেলা মনোনয়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণীতে কোটা উল্লেখ পূর্বক প্রস্তাবের সাথে কার্যবিবরণী সংযুক্ত করতে হবে।

১৪.০ সফল আত্মকর্মীর আবেদনের শর্তাবলী (যে সকল রেকর্ড জমা দিতে হবে তার তালিকা):

১৪.১ জাতীয় যুব পুরস্কারের জন্য নির্ধারিত ছকে অর্থাৎ সফল আত্মকর্মীকে (পরিশিষ্ট- ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

১৪.২ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে।

১৪.৩ জাতীয় যুব পুরস্কারের জন্য সফল আত্মকর্মীর বয়স ১৮-৫০ বছর হতে হবে।

১৪.৪ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে যে কোনো ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

১৪.৫ প্রশিক্ষণের পর গৃহীত প্রকল্পের মেয়াদ আত্মকর্মীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে ০৩ (তিন) বছর হতে হবে।

১৪.৬ আবেদন পত্রের সাথে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

১৪.৭ কোনো ঋণ খেলাপি যুব আবেদন করতে পারবেন না।

১৪.৮ সফল আত্মকর্মী আবেদনকারীর এসএসসি/সমমানের পরীক্ষার সনদপত্র/জাতীয় পরিচয়পত্র সনদ অনুযায়ী বয়স বিবেচনা করা হবে।

১৪.৯ আবেদনপত্রের সাথে সদ্য তোলা ০৪ (চার) কপি পাসপোর্ট ও ০৩ (তিন) কপি স্ট্যাম্প সাইজ ছবি দাখিল করতে হবে।

১৪.১০ নির্বাচিত প্রার্থীর বার্ষিক নিট আয় কমপক্ষে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা হতে হবে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক, ট্রান্স জেন্ডার ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নিট আয় কমপক্ষে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা হতে হবে। যার সমর্থনে ধারাবাহিক আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

১৪.১১ আবেদনকারীকে আয়ের সমর্থনে আয়-ব্যয়ের আইটেম ভিত্তিক ধারাবাহিক হিসাবসহ বিগত ০৩ (তিন) বছরের ব্যাংক স্টেটমেন্ট দাখিল করতে হবে।

১৪.১২ আবেদনকারী কোনো কোটায় আবেদন করলে কোটার সমর্থনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে।

১৫.০ যুব সংগঠকের পুরস্কাররের জন্য আবেদনের শর্তাবলী:

১৫.১ জাতীয় যুব পুরস্কাররের জন্য নির্ধারিত ছকে যুব সংগঠককে (পরিশিষ্ট-খ) আবেদন করতে হবে।

১৫.২ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন দাখিল করতে হবে।

১৫.৩ যুব সংগঠকের বয়স ২৫-৫০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

১৫.৪ আবেদনকারী যুব সংগঠকের যুব সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭ (সাত) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক, ট্রান্স জেন্ডার কোটায় আবেদনকারীগণের ক্ষেত্রে যুব সংগঠন পরিচালনায় কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

১৫.৫ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকতে হবে। এছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজের সম্পৃক্ততা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

১৫.৬ জাতীয় পর্যায়ে যুব উন্নয়ন বিষয়ক ভূমিকা থাকতে হবে।

১৫.৭ আবেদনপত্রের সাথে সদ্য তোলা ০৪ (চার) কপি পাসপোর্ট ও ০৩ (তিন) কপি স্ট্যাম্প সাইজ ছবি দাখিল করতে হবে।

১৫.৮ আবেদনপত্রের সাথে পুরস্কারের মনোনয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে কার্যকরী কমিটির সভার সুপারিশ সম্বলিত কার্যবিবরণী দাখিল করতে হবে।

১৫.৯ সংগঠনটির নিবন্ধনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হালনাগাদ অডিট রিপোর্ট আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

১৫.১০ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারের উপযুক্ত প্রমাণক সংযোজন করতে হবে।

১৫.১১ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক, ট্রান্স জেন্ডার কোটায় আবেদন করলে আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট কোটার ব্যক্তি হতে হবে এবং তার সংগঠন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করার সমর্থনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নসহ প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে।

১৫.১২ আবেদনকারীর এসএসসি/ সমমানের পরীক্ষার সনদপত্র/ জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী বয়স বিবেচনা করা হবে।

১৬.০ **পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে আবেদনপত্র আহবান ও প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ পদ্ধতি:**

১৬.১ জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবছর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত ফরমে প্রশিক্ষিত সফল যুব ও যুব সংগঠকদের জন্য দরখাস্ত আহবান করা হবে এবং এজন্য কমপক্ষে দুইটি জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারসহ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হবে।

১৬.২ আবেদনের ফরম বিনামূল্যে জেলা/উপজেলা কার্যালয় অথবা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট www.dyd.gov.bd থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

১৬.৩ সফল আত্মকর্মী যুব ও যুব সংগঠক এর আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

১৬.৪ জেলা কার্যালয়ে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের প্রাথমিক তালিকা তৈরী করে তা যাচাই-বাছাই করার জন্য জেলা মনোনয়ন কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

১৬.৫ জেলা মনোনয়ন কমিটি জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদানের জন্য প্রধান কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে ১১.৩ ও ১১.৪ অনুচ্ছেদের শর্তাবলী অনুসরণ করবে।

১৬.৬ নির্বাচিত প্রার্থীদের ব্যাপারে জেলা মনোনয়ন কমিটির সুপারিশ সম্বলিত সভার কার্যবিবরণী সংযুক্ত করতে হবে।

১৬.৭ প্রাপ্ত আবেদনপত্র জেলা কমিটির সভায় উপস্থাপনের পূর্বে জেলার উপপরিচালক/সহকারি পরিচালক প্রকল্পওয়ারী/যুব সংগঠক ভিত্তিক দাখিলকৃত তথ্যাদি সরেজমিনে পরিদর্শন করে দাখিল করবেন।

বিঃ দ্রঃ ফরম সমূহ

ক) সফর আত্মকর্মীর আবেদন ফরম	পরিশিষ্ট-ক
খ) যুব সংগঠকের আবেদন ফরম	পরিশিষ্ট-খ
গ) সফর আত্মকর্মীর মূল্যায়ন ফরম	পরিশিষ্ট-গ
ঘ) যুব সংগঠকের মূল্যায়ন ফরম	পরিশিষ্ট-ঘ

পরিশিষ্ট-ক

জাতীয় যুব পুরস্কারের আবেদন ফরম (সফল আত্মকর্মী)
(বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক, ট্রান্স জেন্ডার, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটায় আবেদনকারী কোটা উল্লেখ করুন)

৪ কপি পাসপোর্ট সাইজ ও ৩ কপি স্ট্যাম্প সাইজের ছবি

০১। আবেদনকারীর নাম (বাংলায়) :
ইংরেজিতে (বড় অক্ষরে)
০২। পিতার নাম (বাংলায়) :
ইংরেজিতে (বড় অক্ষরে)
স্বামীর নাম (বাংলায়)
ইংরেজিতে (বড় অক্ষরে)
০৩। মাতার নাম (বাংলায়) :
ইংরেজিতে (বড় অক্ষরে)
০৪। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :
০৫। বর্তমান ঠিকানা (গ্রাম/মহল্লা, ডাকঘর, থানা/উপজেলা, জেলা, মোবাইল, টেলিফোন, ইমেইল) :
০৬। স্থায়ী ঠিকানা (গ্রাম/মহল্লা, ডাকঘর, উপজেলা/থানা, জেলা) :
০৭। জন্ম তারিখ (জাতীয় পরিচয়পত্র/ এসএসসি/ সমমানের পরীক্ষার সনদ অনুযায়ী) :
০৮। বর্তমান বয়স (চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত) :
০৯। শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) :
১০। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের তথ্য (সনদপত্রের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে) :
ক) প্রশিক্ষণের বিষয়
খ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম
গ) প্রশিক্ষণ গ্রহণের মেয়াদ (তারিখ সহ)
১১। ক) প্রকল্পের নাম ও ঠিকানা :
খ) ধরণ
গ) প্রকল্প গ্রহণ/শুরুর তারিখ (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তারিখ প্রযোজ্য হবে)
১২। প্রকল্পের বর্তমান মেয়াদ (চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত) :
১৩। ক) প্রকল্পের প্রাথমিক মূলধন ও মূলধনের উৎস :
খ) বর্তমান মূলধন (বিস্তারিত বিবরণসহ নিজস্ব তহবিল, ঋণ গ্রহণ করে থাকলে উৎস ও পরিমাণ, পরিশোধের পরিমাণ (কিস্তি পরিশোধের প্রমাণকসহ) ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে। সর্বশেষ ৩ বছরের তথ্যভিত্তিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী, ক্যাশ বহি ও লেজার বুক অনুযায়ী ব্যাংক স্টেটমেন্ট দাখিল করতে হবে):
গ) গৃহীত প্রকল্পের বার্ষিক নিট আয় (প্রকল্পের সর্বশেষ ০৩ (তিন) বছরের আয় ব্যয়ের আইটেম ভিত্তিক হিসাব বিবরণী প্রমাণকসহ দাখিল করতে হবে)।
ঘ) প্রকল্পে কর্মরত মোট জনবল:
১) পারিবরিক জনবলের বিবরণ (আত্মকর্মীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে)
২) মজুরিভিত্তিক জনবলের বিবরণ (নাম ও ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, প্রকল্পে যোগদানের তারিখ ও মাসিক বেতন):
১৪। প্রকল্পের বর্তমান সম্পদের পরিমাণ (জমি/পুকুরের পরিমাণ, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পদের তথ্যভিত্তিক বিবরণ উল্লেখ থাকতে হবে। ১৩ (ক) ও ১৩ (খ) এ বর্ণিত প্রাথমিক ও বর্তমান মূলধন ব্যতীত অন্যান্য সম্পদের পরিমাণ) উল্লেখ করতে হবে
১৫। আবেদনকারীর সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সফল আত্মকর্মীর সাফল্য কাহিনী নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর অনধিক ২৫০ শব্দের মধ্যে উল্লেখ করতে হবে)
ক) নাম, পরিচয় ও পারিবারিক অবস্থা।
খ) শিক্ষা জীবন কীভাবে ও কখন শেষ হয়েছে?
গ) বেকার জীবনের অনুভূতি কী?
ঘ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের খোঁজ খবর কীভাবে পেয়েছেন?
ঙ) প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মে নিয়োজিত হয়েছেন কীভাবে?
চ) বর্তমান অবস্থা।
ছ) সার্বিক মূল্যায়ন ও অভিব্যক্তি।
১৬। যুব উন্নয়ন বিষয়ক অন্যান্য কর্মসূচিতে তার অবদান :
(যদি থাকে/অবদান থাকলে তার স্বপক্ষে সরকার বা সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত প্রমাণকসহ)
১৭। জাতীয় পর্যায়ে সরকার স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্তির (যদি থাকে) বিবরণ (পুরস্কারের নাম ও সাল পুরস্কার প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ইমেইল, মোবাইল/ টেলিফোন, ওয়েবসাইটসহ) :
১৮। (ক) উল্লেখযোগ্য সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ :
(খ) আবেদনকারীর মাধ্যমে যারা আত্মকর্মী/উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠেছেন তাদের তালিকা (নাম ও ঠিকানা, প্রকল্প বা ব্যবসার অবস্থান, মোবাইল নম্বর, প্রকল্পের মাসিক/বাৎসরিক আয়)
১৯। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক, ট্রান্স জেন্ডার, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটায় আবেদন করলে তা উল্লেখ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কোটার সমর্থনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নযুক্ত প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে :

বি:দ্র: প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাগজে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা যাবে।

পরিশিষ্ট-খ

জাতীয় যুব পুরস্কারের আবেদন ফরম (যুব সংগঠক)
(বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক/ট্রান্স জেন্ডার কোটায় আবেদনকারী কোটা উল্লেখ করুন)

৪ কপি পাসপোর্ট সাইজ ও ৩ কপি স্ট্যাম্প সাইজের ছবি

০১। যুব সংগঠকের নাম (বাংলায়) :
ইংরেজিতে (বড় অক্ষরে)

০২। পিতার নাম (বাংলায়) :
ইংরেজিতে (বড় অক্ষরে)
স্বামীর নাম (বাংলায়)
ইংরেজিতে (বড় অক্ষরে)

০৩। মাতার নাম (বাংলায়) :
ইংরেজিতে (বড় অক্ষরে)

০৪। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

০৫। বর্তমান ঠিকানা: :
(গ্রাম/মহল্লা, ডাকঘর, থানা/উপজেলা, জেলা, টেলিফোন, মোবাইল, ইমেইল ও ওয়েবসাইট)

০৬। স্থায়ী ঠিকানা (গ্রাম/মহল্লা, ডাকঘর, থানা/উপজেলা, জেলা) :

০৭। জন্ম তারিখ (এসএসসি/সমমানের পরীক্ষার সনদ/জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী) :

০৮। বর্তমান বয়স (চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত) :

০৯। শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) :

১০। পেশা :

১১। (ক) আবেদনকৃত যুব সংগঠনের নাম, ঠিকানা, প্রতিষ্ঠার তারিখ, টেলিফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর, ইমেইল, ওয়েবসাইট
(খ) যুব সংগঠনের বর্তমান মেয়াদকাল (চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত)

১২। যুব সংগঠনে প্রথম সম্পৃক্ত হওয়ার তারিখ, সংগঠনের নাম এবং সংগঠনে তার বর্তমান পদবী :

১৩। একাধিক যুব সংগঠনে সম্পৃক্ত থাকলে যুব সংগঠনের নাম, ঠিকানা ও সংগঠনে তার পদবী :

১৪। নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য :
(ক) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিবন্ধন নম্বর/স্বীকৃতি নম্বর
(খ) অন্যান্য নিবন্ধনকারী সংস্থার নাম ও নিবন্ধন নম্বর

১৫। বিগত ৫(পাঁচ) অর্থ বছরের সার্বিক যুব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অবদানের বিবরণ (উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে) :

১৬। আত্মকর্মসংস্থান/কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান :
(ক) প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা (নাম, ঠিকানা, প্রশিক্ষণের বিষয় ও মোবাইল নম্বর)
(খ) উপকরণ/আর্থিক সহায়তা প্রদানের তালিকা (নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও মূল্যমান)

১৭। স্বেচ্ছাসেবাসহ উল্লেখযোগ্য সামাজিক কার্যক্রমের বিবরণ (প্রতিষ্ঠানের সুস্পষ্ট তথ্যসহ উপযুক্ত প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে) :

১৮। সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবদানের জন্য সরকার কর্তৃক স্বীকৃত জাতীয়/বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে আবেদনকারী কোনো পুরস্কার/সনদ পেয়ে থাকলে তার বিবরণ (পুরস্কার প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম, ঠিকানা, ইমেইল, ফোন নং/মোবাইল নং, ওয়েবসাইট ইত্যাদিসহ) :

১৯। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোনো পুরস্কার পেয়ে থাকলে তার বিবরণ (পুরস্কারের নাম, পুরস্কার প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ইমেইল, ওয়েবসাইট ইত্যাদিসহ) :

২০। আবেদনের সাথে হালনাগাদ অডিট রিপোর্ট সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা? :

২১। আবেদনকারীর সংগঠনটি এনজিও ব্যুরো থেকে নিবন্ধনকৃত কিনা এবং বিদেশি কোনো অনুদান পেয়েছে কিনা (পেয়ে থাকলে তার বিবরণ, বর্ষ, পরিমাণ এবং কার্যক্রম) :

২২। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক, ট্রান্স জেন্ডার কোটায় আবেদন করলে তা উল্লেখ করতে হবে- আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট কোটার ব্যক্তি হতে হবে এবং তার সংগঠন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করার সমর্থনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নসহ প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে :

২৩। অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে) :
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাগজে বিস্তারিত তথ্য/আলোকচিত্র/সনদপত্র/পত্রিকার কাটিং ইত্যাদি প্রদান করা যাবে)

২৪। আবেদনকারীর সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সফল যুব সংগঠকের সাফল্য কাহিনী নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর অনধিক ২৫০ শব্দের মধ্যে প্রমাণকসহ উল্লেখ করতে হবে) :
ক) সংগঠনের সাথে প্রথম সম্পৃক্ত হওয়ার তারিখ।
খ) সংগঠনে বর্তমানে কী পদে আছেন।
গ) সংগঠনটি কী বিষয়ে কাজ করছে।
ঘ) সংগঠনের কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকায় কী ধরনের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে?
ঙ) সংগঠনটি সামাজিক কী কী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত?
চ) যুব কার্যক্রমে সংগঠনের অবদান
ছ) সামগ্রিক অভিব্যক্তি।

বি:দ্র: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং অডিট রিপোর্টসহ অন্যান্য অর্জনের উপযুক্ত প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে।

পরিশিষ্ট-গ

জাতীয় যুব পুরস্কার (সফল আত্মকর্মী) নম্বর বণ্টন পদ্ধতি

মোট নম্বর-৫০

জাতীয় কমিটি- ৫

কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটি- ৪৫

০১। **মেয়াদ:**
প্রকল্পের মেয়াদ প্রথম ৩ বছরের জন্য ৫ নম্বর এবং অতিরিক্ত প্রতি বছরের জন্য ১ নম্বর, সর্বোচ্চ ১০ নম্বর।

০২। **বর্তমান মূলধন:**
(ক) প্রকল্পে উৎপাদনে নিয়োজিত মূলধন প্রথম ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার জন্য ৩ নম্বর এবং পরবর্তীতে প্রতি ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকার জন্য ১ নম্বর, সর্বোচ্চ ১০ নম্বর।

(খ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/অটিস্টিক, ট্রান্স জেন্ডার ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রকল্পে উৎপাদনে নিয়োজিত মূলধন প্রথম ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার জন্য ৩ নম্বর এবং পরবর্তীতে প্রতি ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার জন্য ১ নম্বর, সর্বোচ্চ ১০ নম্বর।

০৩। **নিট আয়:**
(ক) বাৎসরিক ৪,০০,০০০/- (চার) লক্ষ টাকার জন্য ৩ নম্বর এবং অতিরিক্ত প্রতি ১,০০,০০০/- (এক) লক্ষ টাকার জন্য ১ নম্বর, সর্বোচ্চ ১২ নম্বর।

(খ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/অটিস্টিক, ট্রান্স জেন্ডার ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য বাৎসরিক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকার জন্য ৩ নম্বর এবং অতিরিক্ত প্রতি ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার জন্য ১ নম্বর, সর্বোচ্চ ১২ নম্বর।

০৪। **জনবল (প্রকল্পে কর্মরত):**
প্রথম ৩ জনের জন্য ২ নম্বর এবং পরবর্তী প্রতি ২ জনের জন্য ১ নম্বর, সর্বোচ্চ ৫ নম্বর।

০৫। **সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবদান:**
সামাজিক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক অবদান (সুস্পষ্ট তথ্য ও প্রমাণাদিসহ) এক্ষেত্রে প্রতিটি কর্মকাণ্ডে অবদানের জন্য ১ নম্বর সর্বোচ্চ ৩ নম্বর।

০৬। **পুরস্কার প্রাপ্তি:**
জাতীয় পর্যায়ে সরকার স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের জন্য ২ নম্বর।

০৭। **আত্মকর্মী/উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে অবদান:**
প্রথম ৫ জনের জন্য ১ নম্বর, পরবর্তী প্রতি ৩ জনের জন্য ১ নম্বর, সর্বোচ্চ ৩ নম্বর (দাবিকৃত কার্যক্রম ও তথ্যের অনুকূলে উপযুক্ত প্রমাণক দাখিল করতে হবে)।

সফল আত্মকর্মী মূল্যায়ন ছক

প্রশিক্ষণ গ্রহণের তারিখ	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রকল্প মেয়াদের ওপর প্রাপ্ত নম্বর (সর্বোচ্চ নম্বর ১০)	প্রকল্পের প্রাথমিক মূলধন	প্রকল্পের বর্তমান মূলধন	বর্তমান মূলধনের ওপর প্রাপ্ত নম্বর (সর্বোচ্চ নম্বর ১০)	প্রকল্পের বার্ষিক নিট আয়	বার্ষিক নিট আয়ের ওপর প্রাপ্ত নম্বর (সর্বোচ্চ নম্বর ১২)	প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা	জনবলের জন্য প্রাপ্ত নম্বর (সর্বোচ্চ নম্বর ৫)	সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবদানের জন্য (তথ্য ও চিত্র প্রমাণাদি সহ) প্রাপ্ত নম্বর (সর্বোচ্চ নম্বর ৩)	জাতীয়/ পর্যায়ে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের জন্য প্রাপ্ত নম্বর (সর্বোচ্চ নম্বর ২)	আত্মকর্মী/ উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে অবদানের জন্য প্রাপ্ত নম্বর (সর্বোচ্চ নম্বর ৩)	মোট প্রাপ্ত নম্বর (মোট নম্বর ৪৫)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫

পরিশিষ্ট-ঘ

জাতীয় যুব পুরস্কার (যুব সংগঠক) নম্বর বণ্টন পদ্ধতি

মোট নম্বর-৫০

জাতীয় কমিটি- ৫

কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটি- ৪৫

০১। **যুব সংগঠন পরিচালনা:**
সংগঠক হিসেবে যুব সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে ৭ বছর পূর্তির জন্য ৭ নম্বর, পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য ১ নম্বর, সর্বোচ্চ ১০ নম্বর।

তবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক, ট্রান্স জেন্ডার এর ক্ষেত্রে যুব সংগঠন পরিচালনায় ৫ বছর পূর্তির জন্য ৭ নম্বর এবং পরবর্তী প্রতিবছরের জন্য ১ নম্বর সর্বোচ্চ ১০ নম্বর।

০২। **আত্মকর্মসংস্থানে অবদান:**
(ক) প্রশিক্ষণ: প্রথম ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর জন্য ২ নম্বর, পরবর্তী ৫০ জনের জন্য ১ নম্বর, সর্বোচ্চ ৫ নম্বর।

(খ) আর্থিক ও দ্রব্যসামগ্রী সহায়তা প্রদান: প্রতি ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মূল্যমানের জন্য ১ নম্বর, সর্বোচ্চ ৩ নম্বর, সর্বোচ্চ (ক+খ)= ০৮ নম্বর।

০৩। **উল্লেখযোগ্য সামাজিক কার্যক্রমে অবদান:** (স্বেচ্ছাসেবাসহ প্রামাণিক দলিলপত্র সংযোজন করতে হবে) যুব নেতৃত্ব বিকাশে ভূমিকা, জীবন দক্ষতামূলক কার্যক্রম, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কারিগরী প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র উদ্ভাবন, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার, পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ, জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয় সরকারের সাথে আইন শৃঙ্খলা উন্নয়ন কর্মকান্ড, ধূমপান ও মাদকবিরোধী অভিযান, সন্ত্রাস ও অন্যান্য সমাজবিরোধী প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, অটিজম সংক্রান্ত কার্যক্রম, এসটিডি/এইডস, স্যানিটেশন, বায়োগ্যাস প্রকল্প, সৌরচুল্লি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় অংশগ্রহণে প্রার্থীর ভূমিকা, এসিড নিক্ষেপ ও যৌতুকবিরোধী আন্দোলনে প্রার্থীর ভূমিকা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডসহ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের এক বা একাধিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান থাকতে হবে (প্রতিটি কর্মকান্ডে অবদানের জন্য ১ নম্বর, সর্বোচ্চ ১৭ নম্বর)।
নম্বর বণ্টন -

(১) বিভিন্ন দিবস ও সামাজিক সচেতনতা----------৩
(২) স্বাস্থ্যসেবা----------৩
(৩) শিক্ষা/প্রশিক্ষণ----------৩
(৪) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি----------৩
(৫) পরিবেশ উন্নয়ন----------৩
(৬) সমাজকল্যাণ----------২
সর্বমোট= ১৭

০৪। সামাজিক কর্মকান্ডে বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত কোনো পুরস্কার প্রাপ্তি (যদি থাকে)। জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কারের জন্য ৩ নম্বর, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুরস্কারের জন্য ৪ নম্বর। সর্বোচ্চ ০৭ নম্বর।

০৫। যুবসংগঠক হিসেবে বিভাগীয়/ জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সরকার স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্তি। বিভাগীয় পর্যায়ের জন্য ২ নম্বর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের জন্য ১ নম্বর, সর্বোচ্চ ০৩ নম্বর।

যুব সংগঠক মূল্যায়ন ছক

যুব সংগঠন পরিচালনার অভিজ্ঞতার জন্য প্রাপ্ত নম্বর (সর্বোচ্চ নম্বর ১০)	আত্মকর্মসংস্থানে অবদানের জন্য প্রাপ্ত নম্বর (সর্বোচ্চ নম্বর ০৮)		উল্লেখযোগ্য সামাজিক কার্যক্রমে অবদানের জন্য প্রাপ্ত নম্বর (সর্বোচ্চ নম্বর ১৭)	সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদানের কারনে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য নম্বর (সর্বোচ্চ নম্বর ৭)		বিভাগীয়/ জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সরকার স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের জন্য প্রাপ্ত নম্বর (সর্বোচ্চ নম্বর ০৩)		মোট প্রাপ্ত নম্বর (মোট নম্বর ৪৫)	মন্তব্য
	প্রশিক্ষণ: প্রথম ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর জন্য ২ নম্বর, পরবর্তী ৫০ জনের জন্য ১ নম্বর (সর্বোচ্চ ৫ নম্বর)	আর্থিক ও দ্রব্য সামগ্রী সহায়তা প্রদান প্রতি ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মূল্যমানের জন্য ১ নম্বর (সর্বোচ্চ ৩ নম্বর)		জাতীয় পর্যায়ের জন্য ৩ নম্বর	আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জন্য ৪ নম্বর	বিভাগীয় পর্যায়ের জন্য ২ নম্বর	জেলা/উপজেলা পর্যায়ের জন্য ১ নম্বর		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

ডা: মোঃ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার